[redacted]

[redacted]

রেজিমেন্ট এ কোম্পানির ২১৬ জন সদস্য যশোর সেনানিবাস থেকে কুষ্টিয়ায় এসে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পুলিশ লাইন, জিলা স্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস, সদর থানা ও আড়ুয়াপাড়া ওয়ারলেস অফিসে অবস্থান নেন। তারা দু’একটি ছাড়া শহরের সব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ২৬ মার্চ শহরে একনাগাড়ে ৩০ ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি করে ও সশস্ত্র টহল দিতে থাকে। তবে কুষ্টিয়ার মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং সেনা চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এ সময় রনি রহমানসহ বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনার গুলিতে প্রাণ হারান। কুষ্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধে রনি রহমান প্রথম শহীদ। এরপর দীর্ঘ ৯ মাসে কুষ্টিয়ায় ছোট বড় অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানি সেনা খেদাও স্লোগানে মুক্তিযোদ্ধা সেনা ঘাঁটিগুলোয় আক্রমন শুরু করে। ১০ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ থেকে ট্যাংক বহর নিয়ে কুষ্টিয়া শহরে প্রবেশ করেই পাকিস্তানি বাহিনীর অ্যামবুশের মুখে পড়লে শুরু হয় যুদ্ধ। আর এটাই ছিল হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সম্মুখ ট্যাংক যুদ্ধ। এখানে মৃত্যু ঘটে ২ শতাধিক মিত্র সৈনিকের। শুরু হয় মিত্র বাহিনীর বিমান হামলা। বিধ্বস্ত হয় পাকিস্তানি হানাদারদের দুর্গ। এ লড়াইয়ে যোগ দেয় মুক্তিযোদ্ধাসহ জেলার সাধারণ মানুষ। তোপের মুখে ১১ ডিসেম্বর প্রত্যুষে পালিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্ত হয় কুষ্টিয়া।

চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের ৫ দিন আগেই এ জেলার জনগণ বিজয় নিশানা দেখতে পেয়েছিল। স্বজনের গলিত মরদেহ, কঙ্কাল, গণকবর আর সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের আর্তনাদ ভুলে সেদিন বিজয়ের আনন্দে মানুষ রাস্তায় নেমে উল্লাস করেছিল।

আলমডাঙ্গার চিৎলায় ১০২ পিস

ইয়াবাসহ ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার চিৎলা গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযানে ১০২ পিস ইয়াবাসহ ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল রবিবার দুপুর আড়াইটার দিকে বড় গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ চিৎলা গ্রামে অভিযান পরিচালনা ইয়াবা ব্যবসায়ীকে আটক করে । আটকৃত ইয়াবা ব্যবসায়ী চিৎলা গ্রামের মৃত আফসার বিশ্বাসের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৪৩)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা গ্রামের মৃত আফসার আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম। দীর্ঘদিন পুলিশের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে রমরমা ইয়াবা ব্যবসা চালিয়ে আসছিলো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গার বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক বশির উদ্দিন, এএসআই বাদশা আলমঙ্গীর সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামের বাড়ির ২য় তলার ড্রাইনিং রুম থেকে ১০২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০২ পিস ইয়াবা সহ একজনকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় সকল আইনশৃঙ্খলা কমিটির সদস্য এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন

কক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন,চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন সাজ্জাৎ হোসেন। চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা ডিডি এনএসআই জামীল সিদ্দিকী, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া সহ চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

গাংনীতে ঠিকাদারের হাতে এলজিইডির সহকারি প্রকৌশলী লাঞ্চিত, থানায় অভিযোগ

গাংনীতে উপজেলা এলজিইডির সহকারি প্রকৌশলী শহিদুল ইসলামকে শারিরীক ভাবে লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে ঠিাকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধে । এসময় উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্মেদকেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রকৌশলী।

রবিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মটমুড়া ইউনিয়নের বাওটে একটি সরকারি ভবন নির্মান কাজ পরিদর্শনে গিয়ে এঘটনা ঘটে। এঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। তবে শুধুমাত্র কথা কাটাকাটি হয়েছে দাবী করেছেন ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাস আগে নির্মাণকাজ শেষ করে বসে আছি। অনেক দায় দেনা করে কাজ শেষ করেও অফিস টাকা দিচ্ছেনা। পাওয়া দারদের টাকাও পরিশোধ করতে পারছিনা। এই নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়েছে । লাঞ্চিত করার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনজার্চ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এমন একঠি ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা এলজিইউডি প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ঠিকাদারের সংবাদ সম্মেলন

গাংনী উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের বিরুদ্ধে ঘুষ বানিজ্যসহ নানা অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু।

রোববার বিকেলে তার নিজ প্রতিষ্ঠান এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সংবাদ সম্মেলনে এলজিইডি প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের বিরুদ্ধে হয়রানী ও উৎকোচ নেয়ার অভিযোগ করা হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু জানান, তিনি মটমুড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসের একতলা ভবন নির্মাণ কাজ পান। প্রকৌশলী অফিসের নির্দেশ মতে গেল বছর ১০ অক্টোবর কাজটি শুরু করেন। ফয়সাল আহমেদ যোগদান করার পর থেকে এসও আলাউদ্দীন ও সার্ভেয়ার আকতার হোসেন বিভিন্ন সময়ে নানা কৌশলে টাকা হাতিয়ে নেন। প্রতিটি বিল বাবদ প্রকৌশলীকে ৩% আলাউদ্দীনকে ২% ও সার্ভেয়ারকে ১% ঘুষ দিতে হয়। এর পরও নানা অজুহাতে তিনবার নির্মাণ কাজ ভেঙ্গে ফেলতে হয়। পরে হারুন নামের একজন কনসালটেন্ট এসে বিভিন্ন ত্রুটি দেখিয়ে তা ঠিক করে নেন এবং প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ কনসালটেন্ট হারুনের নামে ২০ হাজার টাকা ঘুষ হিসেবে গ্রহন করেন। প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ কাজ পরিদর্শন

করেন ও বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ সঠিক ভাবে করিয়ে নেন।

দেলোয়ার হোসেন আরো জানান, আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে প্রকৌশলী ও শহিদুল ইসলাম নামের একজনকে নিয়ে কাজ পরিদর্শনে যান। সে সময় ভবনের গ্লাস লাগানো ও গেটের পাশে টাইল্স ভেঙ্গে একটি অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে বলেন। কিন্ত কাজ শেষ হবার পর টাইল্স ভাঙ্গার বিষয়টি বিবেচনা করতে বললে প্রকৌশলী তার সাথে থাকা শহীদুল ইসলাম নামের ওই ব্যক্তির মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা উৎকোচ দাবী করেন। অন্যথায় কাজটি হস্তান্তর ও বিল পেতে দেরী হবে বলেও জানানো হয়।

বিষয়টির প্রতিবাদ করায় প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এমনকি মামলাসহ নানা ধরনের হয়রানীর হুমকী প্রদান করেন। গাংনীতে যোগদান করার পর ঠিকাদারদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসছেন প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্দে। তার দুর্নীতি অনিয়ম ও অর্থবানিজ্যের বিষয়টি তদন্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহনসহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে কিশোরদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত

কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন ও প্রশক্ষনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে এ সব দেয়া হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প(ইরেসপো) ২য় পর্যায় এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন।

প্রশিক্ষনে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাস উদ্দিন । প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

ডাঃ আব্দুর রশিদ,কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন, কোটচাঁদপুর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকতা ও কোর্স পরিচালক সেলিম রেজা।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ইউনুচ আলী। এরপর ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্যানেটারী প্যাড,খাতা,কলম ও প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেয়া হয়।

জানা যায়, এ প্রকল্পের আওতায় কোটচাঁদপুরে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থান পেয়েছেন। যার মধ্যে ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোর্স পরিচালক বলেন,এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদেরকে বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়।

এ ছাড়া ছাত্রীদেরকে এর মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।

দর্শনার দোস্ত গ্রামে জমি জায়গা নিয়ে বাড়িতে হামলা, আহত ১

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে মাঠের জমিজমার ভাগবাটয়ারা নিয়ে বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে রাজু গঙের বিরুদ্ধে। হামলায় বাড়ির গৃহকর্তী আহত হওয়ায় তাকে উর্দ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভুক্তোভোগি পরিবার প্রতিকার চেয়ে ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে উভয়পক্ষকে নিজ নিজ অবস্থানে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বসুতি পাড়ার ছামেদের ছেলে রওশানের সাথে মাঠের জমিজমা নিয়ে দীর্ঘ দিন বিরোধ চলে আসছে শাহাদতের ছেলে রাজু সাথে ।

রওশন অভিযোগ করে বলেন, তারিজের ধরে গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার দিকে শাহদতের ছেলে রাজু, তার লোকজন সামসুলের ছেলে নাসির, মিরাজুল, হাসিবুল ও গোলাম রসূলের ছেলে জুয়েল কোদাল, হাসুয়া ও শাপোল দিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরদুয়ার ভেঙ্গে দেয়। তাদেরকে ঠেকাতে গেলে রাজু মারধর করে বাড়ির গৃহকর্তী মেহেজানকে (৫৫) পিটিয়ে আহত করে।

উপায়অন্ত না পেয়ে ৯৯৯ কল দিয়ে হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং আইনি পরামর্শ দেয়। এব্যাপারে রাজু ফোন করে অভিযোগ অশিকার করে জানায়, তারা তাদের নিজের ঘর ভেঙ্গে আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই তাপস সরকার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এবং উভয়পক্ষকে নিজ নিজ অবস্থানে থাকার জন্য বলে এসেছি। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় পশু চিকিৎসক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপচিকিৎসার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপ সহকারী প্রাণী সম্পদ অফিসার নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপচিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে ভুক্তভোগী আব্দুল কুদ্দুস (৪০) বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের আনসার আলীর ছেলে আব্দুল কুদ্দুসের ৮ মাসের গর্ভবতী একটি গাভী গরু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। গাভী গরুটির চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলার উপ সহকারী প্রাণী সম্পদ অফিসার পশু চিকিৎসক নজরুল ইসলাম কে বললে তিনি গাভী গরুটির চিকিৎসা দেন। গাভী গরুটির শির টানা রোগ হওয়াই তিনি আমার গরুর শির কেটে দেয় এবং বলে ভালো হয়ে যাবে। তখন আমি বলি শির কেটে দিলে কিভাবে ভালো হবে। গাভী গরুটি তো মারা যাবে।

কারণেই হয়তো মারা গিয়েছে।

উপজেলা প্রাণি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গাভী গরুটির চিকিৎসা দেওয়ার পরে চিকিৎসক নজরুল ইসলাম বিষয়টি আমাকে জানাই ওই অবস্থায় আমি কুষ্টিয়াতে ট্রেনিং এ ছিলাম। পরবর্তীতে গরুটি মারা গিয়েছে এ বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। চিকিৎসা বাবদ কোন টাকা পয়সা নেওয়া যাবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, টাকা পয়সা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আজ কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস

আজ ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের এই দিনে কুষ্টিয়া জেলার মুক্তি সেনারা রক্ত সংগ্রাম করে পাকবাহিনীর হাত থেকে কুষ্টিয়াকে মুক্ত করেছিলেন। অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হানাদার পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সাহসী বাঙ্গালী তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা অমিত তেজে অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে কুষ্টিয়ার পবিত্র মাটি পাক হানাদার সেনাদের হটিয়ে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষের গগণবিদারী ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে সেদিন কুষ্টিয়ার আকাশ-বাতাস মুখোরিত হয়ে উঠেছিল। পথে প্রান্তরে গড়ে তোলা হয়েছিল বেরিকেড। লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার নিয়ে হরিপুর-বারখাদা, জুগিয়া, আলামপুর, দহকোলা, জিয়ার“খী, কয়া, সুলতানপুর, পোড়াদহ, বাড়াদিসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে এসেছিল কুষ্টিয়া শহরে।

মুক্ত দিবস উপলক্ষে আজ রবিবার কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিট বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করেছে। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিটের উদ্দ্যোগে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে সকাল ৯টায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সকাল ১০টায় বর্ণাঢ্য র্যালী ও কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভ চত্বরে

আরো মারমুখী হয়ে যায়। শুর“ হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ।

২৫ মার্চ বেলুচ রেজিমেন্টের ১৪৭ জন সৈন্য রাত ১১ টায় পুলিশ লাইন, জেলা স্কুল, থানা ও আড়ুয়াপাড়াস্থ ওয়ারলেস অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিসে অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে বেসামরিক মানুষ ও তৎকালীন রাজনৈতিক স্থানীয় নেতারা এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধুর শেষ নির্দেশ পেয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্ততি গ্রহন করেন। চারিদিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সিভিল সার্জন অফিসের সামনে ২৭ মার্চ একতলা ভবন থেকে রনি রেহমান নামে এক তর“ণ ছাত্র পাকসেনাদের গাড়ীর উপর হাতবোমা নিক্ষেপের সময় গুলিতে প্রাণ হারায়। রনি রেহমানই মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার প্রথম শহীদ। এ দিনই পাকবাহিনী শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ শুরু করে। এতে তাৎক্ষণিকভাবেই ৭ জন মারা যায়। তাদের মধ্যে কোর্ট ষ্টেশনের জ্ঞানা সেন, কোর্টপাড়ার হাসেমের নাম জানা যায়। পাক বাহিনীর অত্যাচার আর গণহত্যায় কুষ্টিয়ার জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ইপিআর-এর যশোরের সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী উইং কমান্ডার এবং ক্যাপ্টেন সাদেক সহকারী অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন। ৫ টি কোম্পানী ও ১ টি সাপোর্ট প্লাটুনের সমন্বয়ে ছিল ৪ নং উইং।

এই উইং-এর অধীনে প্রাগপুর এলাকা‘ এ’ কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মোজাফ্ফর আহমেদ, ধোপাখালী, এলাকা বি কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার খায়র“ল বাশার খান, বৈদ্যনাথতলা (১৫ এপ্রিলের পর মুজিবনগর) ‘সি’ কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মুকিদ, যাদবপুর এলাকা‘ ডি’ কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মজিদ মোল্লা, উইং সদর দপ্তর‘ই’ কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার রাজ্জাক দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া সিগন্যাল প্লাটুন হাবিলদার মুসলেম উদ্দিনের অধীনে উইং সদর দপ্তরে অবস্থান করছিল। প্রত্যেকটি কোম্পানী প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। একটি কোম্পানীতে ৫ টি হালকা ট্যাংক বিধ্বংসি কামান, ৭ টা হালকা মেশিনগান, ১ টা মেশিনগান এবং বাকী ৩০৩ রাইফেল ছিল। উইং সদর দপ্তরে ১ কোম্পানী সৈন্য ছাড়াও ৬ টি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও ২০০ চাইনিজ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ছিল। এ ছাড়া একটি ব্যাটালিয়ন যুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য গোলাবারুদ ও যানবাহন চার নম্বর উইং-এ ছিল। অপরদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিল মেজর শোয়েব। ক্যাপ্টেন শাকিল, ক্যাপ্টেন সামাদ, এ লেঃ আতাউল্লাহ শাহ তার অধীনস্থ অফিসার হিসেবে কুষ্টিয়ায় অবস্থান করেছিল। পাক বাহিনীর সঙ্গে ছিল ১০৬ এমএম জীপ আরোহিত রিকয়েলস রাইফেল ভারী ও হালকা চাইনিজ মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, শক্তিশালী

কুষ্টিয়াতে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের জোনাল চেয়ারম্যান (প্রয়াত) আব্দুর রউফ চৌধুরী কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে অফিসিয়ালী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জোনাল কাউন্সিলের সেক্রেটারী এম শামসুল হক কে জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বভার দেন।

মেহেরপুরে ‘বসত’ এর শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করেছে ‘বসত’ নামের একটি সামাজিক সংগঠন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় যাদবপুর রোডের সাংগঠনিক কার্যালয়ে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবছরের মত এবারও এই কর্মসুচী বাস্তবায়ন করা হয়। হাড়কাঁপানো শীতের আগেই উল্লেখযোগ্য শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সহ সংগঠনের সাধারণ সদস্যরা বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন।

‘বসত’ সামাজিক সংগঠন হিসেবে প্রতি বছরই নানা ধরনের মানবিক কর্মসুচী পালন করে থাকে।